যুগান্তর

তারিখ ...10 NOV 2016...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

পবার দারুশা কলেজ

বরখাস্তের পরও দেড় বছর ধরে অধ্যক্ষ পদে মান্নান

জিয়াউল গনি সেলিম, *রাজশাহী ব্যুরো*

দুর্নীতির দায়ে আদালতের রায়ে চাকরি থেকে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত হওয়ার পরও স্বপদে বহাল আছেন রাজশাহীর পবা উপজেলার দারুশা কলেজের অধ্যক্ষ মো. আবদুল মান্নান। অধ্যক্ষ হিসেবে কলেজ থেকে নিয়মিত বেতন-ভাতাও গ্রহণ করছেন। তার এ দায়িত্ব পালন অবৈধ ঘোষণা করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর এমপিও থেকে নাম কর্তনের সুপারিশও করেছে। পাশাপাশি অবৈধভাবে আবদুল মান্নানকে সংশ্লিষ্ট পদে পুনর্বহালের দায়ে কলেজের সভাপতি সোহরাব হোসেনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দেয়া হয়েছে শিক্ষা বোর্ডকে। কিন্তু এরপরও সবকিছু চলছে আগের মতোই। তবে আবদুল মান্নানের দাবি, বৈধভাবেই তিনি কলেজে ফিরেছেন।

দারুশা কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে ওই কলেজেরই অভিভাবক সদস্য লুৎফর রহমান জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ সালের ২৯ এপ্রিল অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শেখ মুজিবর রহমানকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। একই বছরের ১৯ জুলাই এ কমিটি তদন্ত করে। এ তদন্তের পর তৎকালীন জেলা প্রশাসক শেফাউল করিম ২০১০ সালের ৪ মার্চ কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল মান্নানকে অপসারণের নির্দেশ দিয়ে কলেজের সভাপতি হারুন-অর রশিদকে চিঠি দেন। তবে এই তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেন আবদুল মান্নান। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজের সভাপতি হারুন-অর রশিদ ওই তদন্ত প্রতিবেদনের সঠিকতা যাচাইয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সুজিত সরকারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আরেকটি কমিটি গঠন ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

বরখাস্তের পরও দেড় বছর ধরে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করেন। এই কমিটি ২০১০ সালের ২২ মে তদন্ত করে। এ কমিটিও জীববিদ্যার প্রভাষক নিয়োগ
প্রক্রিয়ায় গুরুতর অনিয়মের বিষয়টি উল্লেখ করে 'নৈতিকতার স্খলন ও দুর্নীতির একটি উজ্জ্বল
খতিয়ান' বলে মন্তব্য করেছে। পরে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১০ সালের ৭ জুলাই
তাকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী, গভর্নিং বডির এই বরখাস্তের বিষয়টি
২০১১ সালের ১ ডিসেম্বরের সভায় অনুমোদন দেয় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আপিল অ্যান্ড
আরবিট্রেশন কমিটি। পরে আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটির এ সিদ্ধান্ত ২০১২ সালের ২৬ মে
অনুষ্ঠিত রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ২২৬তম বোর্ডসভার ৮৮নং সিদ্ধান্তে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দেয়া
হয়। ফলে অধ্যক্ষ আবদুল মান্নানের চূড়ান্ত বরখাস্ত বহাল থাকে।
অধ্যক্ষ আবদুল মান্নানের বিপক্ষে আদালতের রায় থাকার পরও সভাপতির সহযোগিতায় আবদুল
মান্নান সংশ্লিষ্ট পদে দায়িত্ব পালন করছেন বিধায় মাউশির আরেক চিঠিতে কলেজ সভাপতি
সোহরাব হোসেনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বলা
হয়। কিন্তু শিক্ষা বোর্ড কলেজের সভাপতি সোহরাব হোসেনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।
উপরন্তু অধ্যক্ষ পদে আবদুল মান্নানের দায়িত্ব পালনের বৈধতা দেন শিক্ষা বোর্ডের কলেজ
পরিদর্শক তরুণ কুমার সরকার। তার স্বাক্ষরিত ২৬ জুনের এক চিঠিতে বলা হয়, 'গভর্নিং বডি
কর্তৃক পুনর্বহালকৃত অধ্যক্ষ মো. আবদুল মান্নানের কলেজসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদনের
আইনগত কোনো বাধা নাই।'
কলেজের অধ্যক্ষ দাবিদার আবদুল মান্নান যুগান্তরকে বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ ছিল
তার সবই প্রত্যাহার করে নিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। পরে গভর্নিং বডির রেজুলেশনের পর আমাকে
পুনর্বহাল করা হয়েছে।' তিনিই এখন বৈধ অধ্যক্ষ বলেও দাবি করেছেন।
সার্বিক বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন কর্মকর্তা (উপসচিব) আবদুল্লাহ আল মামুনের সঙ্গে
টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এ নিয়ে আমি নিজেও বিব্রত। তাই শাখা-১৩-তে
ফাইলটি ফেরত পাঠানো হয়েছে।'